সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম পর্ব :

পারিবারিক সংকটের যত কারণ

কথোপকথনের সূচনা ও সংকট সমাধান

কথোপকথনে উল্লেখিত হাদীসগুলোর রেফারেন্সসহ মূল পাঠ

দ্বিতীয় পর্ব :

সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক

এক. সন্তানদের উপলব্ধি করান যে, তারা আপনার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ

দুই. জান্নাত লাভের একটি শক্তিশালী মাধ্যম—সন্তান

তিন. সন্তানদের ইগনোর করা থেকে বেঁচে থাকুন

চার. সন্তানদের আগলে রাখুন, না হয় জন্ম দেওয়া থেকেই বিরত থাকুন

পাঁচ. আল্লাহর ব্যাপারে সন্তানদের মনে খারাপ ধারণা তৈরি করবেন না

ছয়. ঢেঁড়সের বাটি নাকি আল্লাহর হক

ভূমিকা

এই বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে নাদার সাথে আয়িশা ﵂-এর এক কাল্পনিক কথোপকথন। আমাদের মা আয়িশা ﵂ হাদীসে যা বলেছেন তা কিছুটা বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছি। বিষয়টা চিত্রিত করতে আরও কিছু বিষয় সংযুক্ত করেছি, তবে নবি ﷺ-এর বাণী ও কর্মের বিবরণ কোনো রকম পরিবর্তন করা ছাড়াই হুবহু রেখে দিয়েছি। উল্লেখ্য, আমাদের এই রচনার উৎস হলো সহীহ হাদীস, যেগুলো আমরা কথোপকথন শেষে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করে দিয়েছি। আর আমরা এতে কোনো দঈফ হাদীসের আশ্রয় নিইনি।

প্রথম পর্ব

পারিবারিক সংকটের যত কারণ

আমেরিকান স্কুলে পড়াশোনা শেষ করেছে নাদা। তারপর স্থানীয় একটা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে সে। 'মনোরোগ'-এর ওপর স্পেশালাইজেশন তার।

অস্ট্রেলিয়ার একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পেশালাইজেশন শেষ হওয়ার পর তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় শাদী। যে তার থেকে দুই বছরের বড়ো।

ছাব্বিশ বছর বয়সী নাদা তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিয়ে হয়ে যায় দুজনের। কয়েক মাস খুব সুখে-শান্তিতেই দিন কাটে তাদের।

তার পর শুরু হয় সমস্যা। আস্তে আস্তে তা তীব্র হতে থাকে।

জীবনের বসন্ত দীর্ঘ হলো না আর। তারা ঢুকে পড়ল এক সুদীর্ঘ শরৎকালে।

একদিন নাদা দ্রুত কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এলো।

তখনও শাদী বাসায় ফিরেনি।

রিডিংরুমে বসল সে। কাগজ-কলম নিল। তারপর লিখতে শুরু করল,

"শাদীর সাথে আমার সমস্যাগুলো কী?"

১. সে খুব নীরস। কোনোদিন আমার সামনে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে না। সে আসলে আমাকে ভালোবাসে কি না তাতেই আমার সন্দেহ?

২. একটা সময় আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তখন সে আমাকে নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেখায়নি, কোনো পরিচর্যা তো না-ই।

৩. আমার অসুস্থতার দিনগুলিতে যখন কিছুটা মানসিক চাপে থাকি, তখনও সে আমার বিষয়টা দেখে না। অথচ সে তো একজন মানসিক ডাক্তার, আমার কী অবস্থা যায় সেটা তার বোঝার কথা!

৪. মেয়ে হিসেবে আমার যে চাওয়া আছে, সেগুলোকে সে হালকা চোখে দেখে। আমার প্রতি অশ্রদ্ধাভাব প্রদর্শন করে, সম্মানের তো কোনো বালাই নেই।

৫. আমার দরকারি জিনিসগুলো সে গুরুত্বের চোখে দেখে না। দুই হাজার দীনার মূল্যের এক চুড়ি আম্মা আমাকে গিফট দিয়েছিল। সেটা ভেঙে যাওয়ার পর তাকে বলেছিলাম ঠিক করতে। সেটা কয়েক মাস ধরে তার সামনে টেবিলেই পড়ে আছে। যতবার তাকে মনে করিয়ে দিই সে বলে, 'আজকে না হলে আগামীকাল।'

৬. সে একজন স্বার্থপর। নিজেকে আমার থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কখনো এমন হয় যে আমরা দুজন কাজ সেরে দেরি করে ফিরেছি, ঘরে কোনো খাবার নেই। এমন সময় তার কোনো বন্ধু তাকে খেতে দাওয়াত করলে সে বেরিয়ে যায়; আমার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাও করে না।

৭. তার সাথে যে সময়টুকু কাটে, সেটা কোয়ালিটি টাইম হয় না। সে কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকে। আমাদের শরীর কাছাকাছি থাকলেও মন থাকে অনেক দূরে।

৮. কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলো সে ঘরে নিয়ে আসে। তার সাথে আমি নিজেকে নিরাপদ অনুভব করি না।

৯. ওদিকে আমার সাথে তার আনন্দের বিষয়গুলোও ভাগাভাগি করে নেয় না।

১০. তার সাথে কোনো বিষয়ে লম্বা সময় কথা বললে সে বাধা দিয়ে সংক্ষিপ্ত করতে বলে। আমাকে বেশি প্রশ্ন করতে দেখলেই গজগজ করে ওঠে।

১১. আমার প্রতি সে আর আকৃষ্ট না। তার চেয়েও কষ্টকর বিষয় হলো সে আমার চেয়ে তার নারী সহকর্মীদের বেশি গুরুত্ব দেয়, তাদের সাথে হাসিখুশি ও অত্যন্ত মিশুক সময় কাটায়। আমার জন্য গাড়িতে দুই মিনিটও বেশি অপেক্ষা করতে হলে সাথে সাথে রেগে যায়। ওদিকে একবার তার এক নারী সহকর্মী পনেরো

মিনিট দেরি করেছিল। আমরা দুজন বসেছিলাম। তার পর যখন সে এসে 'সরি' বলল, তখন তার উত্তর ছিল, 'না, না, কোনো সমস্যা হয়নি!'

১২. একবার আমি তার মোবাইল নিয়েছিলাম এবং তার এক নারী সেক্রেটারিকে তার নামে একটি মেসেজ করেছিলাম। তাতে বলেছিলাম, 'আপনি 'শুভসকাল', 'শুভসন্ধ্যা' এই জাতীয় মেসেজ করা থেকে বিরত থাকবেন।' এমনটি করেছিলাম তাকে ভালোবেসে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে।... পরে যখন সে এ বিষয়টি জানতে পারে তখন আমার ওপর প্রচণ্ড রাগ করে এবং কয়েক দিন সব রকমের কথা-বার্তা বন্ধ রাখে। আবার তার মোবাইলে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখে যাতে আমি তা খুলতে না পারি।

১৩. আমি অনুভব করছি, তার সাথে থেকে থেকে আমার ব্যক্তিত্ব মরে গেছে। তার সাথে থাকলে অন্যদের সামনে নিজেকে অগুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বল মনে হয়। নিজের সম্মান যেন হারিয়ে ফেলি।

১৪. আমি যখন ঈর্ষা করি তখন সে জবাব দিয়ে বলে, আমি নাকি আমার বন্ধুদের সাথে ইচ্ছা করেই কথা বলি। আমি নাকি তাদের কোনো একজনের প্রতি আকৃষ্ট!

১৫. কাজের মেয়েটা যখন ছুটিতে থাকে তখন ঘরের কাজে সে একটুও সাহায্য করে না। ওদিকে অনলাইনে 'নারী অধিকার' নিয়ে পোস্ট দিয়ে বেড়ায়। বাথরুমে ঢুকলে ঝরনাটা ছেড়ে দেয়। পরিষ্কার করে না কোনো কিছু। নিজের সব জামাকাপড় রেখে বেরিয়ে যায়—আমি সব পরিষ্কার করে দেবো এই আশায়! কিন্তু কেন?! সে তো নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে।

১৬. কিছুদিন হলো সে ধূমপান শুরু করেছে। যার দুর্গন্ধে খুব অস্বস্তি লাগে আমার। ছোটোখাটো বিষয়ে আমার রাগ এখন বেড়েই চলছে। ও মানুষের জন্য যেভাবে সাজগোজ করে, আমার জন্য সেভাবে করে না কেন?!

১৭. তার অনুপস্থিতিই এখন আমার কাছে ভালো লাগে।

১৮. শাদীর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, সে মানুষের সামনে খুব ভালো সাজে। যেন প্রেমময় স্বামী। কিন্তু আমার সামনে এলে তার ভালো রূপ উধাও হয়ে যায়। আবার অজুহাত দেখায়— জীবনের ব্যস্ততায় সে জর্জরিত। তা ছাড়া মানসিক

ডাক্তার হিসেবে তো মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেই হবে।

১৯. তার ব্যক্তিগত জীবনের খুবই খারাপ কিছু দিক আছে, যেগুলো নিয়ে কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। খুবই জঘন্য বিষয়!

২০. আমার কাছে তার অবয়ব-আকৃতিটা ভীতিকর ও অপছন্দনীয়, তাই যখন আমাদের জৈবিক সম্পর্ক চলে, তখন মনে হয় যেন কী এক গর্হিত বাজে কাজ করছি।

২১. আমার সামনে সে তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না, নিজেকে বড়ো মনে করে। যদি কোনো কিছুতে দুর্বলতা প্রকাশ পায়ও, তা হলে আমার ওপর নিজের ক্ষোভ ঝাড়ে।

২২. তার গুরুত্বের দিকগুলো আমি আর গুরুত্বের চোখে দেখি না। ইচ্ছা করে তার প্রতিটা কাজের বিরোধিতা করি। কোনো কিছুতেই আর তার সাদৃশ্য অবলম্বন করতে চাই না।

২৩. আমি একজন মানসিক ডাক্তার, অথচ মানসিকভাবেই তার ওপর আমি বিরক্ত, বিষণ্ণ!

তার থেকে তালাক চেয়েছিলাম, কিন্তু সে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমার জন্য সে যা যা কিনেছিল, যেগুলো আমার নামে লিখে দেয়নি সে রকম কোনোটার ব্যাপারেই সে ছাড় দেবে না।

আমি কিছু বান্ধবীর সাথে কথা বলেছিলাম যাতে তাদের কাছ থেকে সমাধান পাই। কিন্তু পরে আবিষ্কার করেছি যে তারা সবাই কম-বেশি একই সমস্যায় ভুগছে। হতে পারে আমাদের মাঝে বিরক্তির মাত্রায় রকমফের আছে।

অনেকদিন আগে আমি এক তরুণীর কথা শুনেছিলাম। যার নাম আয়িশা। শুনেছি তার সাথে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর বৈবাহিক জীবনের চমৎকার চমৎকার গল্প আছে। সেটা অবশ্য আমার পরিবেশ থেকে পুরোপুরি ভিন্ন।

এখন মনে পড়ছে আয়িশার কথা। সীরাতের পাতাগুলো পড়তে লাগলাম। চলে গেলাম তার কাছে পরামর্শ চাইতে। কিন্তু তার এবং তার স্বামী যে উন্নত চরিত্র, তার

কিছু বিবরণ শুনেছিলাম। তাই নিজের সবকিছু তুলে ধরতে সংকোচ হলো আমার।

শাদীর সাথে আমার যে কয়টি সমস্যা ছিল আমি তাকে সে কয়টি প্রশ্নই করলাম। যাতে আমি আমাদের পরস্পরের অবস্থা তুলনা করতে সক্ষম হই।

কথোপকথনের সূচনা ও সংকট সমাধান

আয়িশা ﵂-এর উদ্দেশ্যে নাদার প্রশ্ন :

‘আপনি কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি হবে?’

‘হ্যাঁ।’

নাদা মনে মনে বলল, ‘শাদী খুব নীরস। কোনোদিন আমার সামনে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে না। সে আসলে আমাকে ভালোবাসে কি না তাতেই আমার সন্দেহ।’ তাই সে জিজ্ঞাসা করল,

১> ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন?’

আয়িশা ﵂ মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, ‘তিনি সাওমরত অবস্থায়ও আমাকে চুমু দিতেন।‘ [১]

সাহাবিরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?’

তিনি বলেছিলেন, “আয়িশা।” [২]

তা-ও বলেছেন এমন এক সমাজে, যেখানে কেউ স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা প্রকাশ্যে বলতে অভ্যস্ত ছিল না।

নাদা মনে মনে বলল, ‘আমি একবার অসুস্থ হয়েছিলাম, শাদী আমাকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, আমার সাথে কোনো ভালো ব্যবহারও করেনি।’ সে জিজ্ঞাসা করল,

২> ‘আপনি যখন অসুস্থ হতেন তখন কি তিনি আপনার প্রতি গুরুত্ব দেখাতেন?’

আয়িশার উত্তর, ‘তিনি আমার সাথে তখন পূর্বের তুলনায় আরও বেশি ভালো ব্যবহার করতেন। আমার ব্যথার স্থানে হাত রেখে দুআ করে দিতেন।’ [৩]

নাদা মনে মনে বলল, ‘আমার অসুস্থতার দিনগুলোতে কিছুটা বিরক্ত থাকি আমি। তারপরও শাদী আমার বিষয়টা বোঝে না। অথচ সে একজন মানসিক ডাক্তার। আমার বিষয়টা তার বোঝার কথা!’ সে জিজ্ঞাসা করল,

৩> ‘আচ্ছা, আপনার অসুস্থতার দিনগুলোতে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার যত্ন নিতেন?’

‘তিনি এ সময়টাতে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি উত্তম আচরণ করতেন। হায়েজ অবস্থায় আমি পান করতাম। তারপর তার হাতে পানপাত্র তুলে দিলে তিনি ইচ্ছা করে সে জায়গায় মুখ দিতেন যেখানে আমি মুখ দিয়েছি। আমি গোশত খেয়ে নবি ﷺ-কে দিতাম। তিনি ইচ্ছা করে সে জায়গায় মুখ রাখতেন, যেখানে আমি রেখেছি।[৪]

আমার মন ভালো করতে এবং আমার দুঃশ্চিন্তা দূর করতেই তিনি এমনটি করতেন।

একবার হাজ্জের সময় আমি ‘অসুস্থ’ হয়ে পড়ি। হাজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি কান্না করতে শুরু করি। তখন তিনি আমাকে বলেন, “এটা আদমের কন্যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা।” তারপর আমার করণীয় বিষয়গুলো আমাকে খুলে বললেন।” [৫]

নাদা মনে মনে বলল, ‘একজন মেয়ে হিসেবে আমার যে চাওয়া-পাওয়া সেগুলোকে শাদী হালকা চোখে দেখে। আমার প্রতি অশ্রদ্ধাভাব প্রদর্শন করে, সম্মানের তো কোনো বালাই নেই।’ সে জিজ্ঞাসা করল,

>>>‘আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনার চাওয়া-পাওয়াকে বিবেচনায় রাখতেন?’

মুচকি হেসে আয়িশা رضي الله عنها-এর উত্তর, ‘একবার মাসজিদে বর্শা নিয়ে হাবশিরা খেলা করছিল। তিনি আমাকে বললেন, “তুমি কি তা দেখতে চাও?” আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

তিনি দরজার দিকে উঠে গেলেন। আমিও তার পেছনে গেলাম। তার কাঁধের ওপর আমার থুতনি রেখে গালের সাথে গাল মিশিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে ঢেকে দিলেন

নিজের চাদরে।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে তো?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, তাড়াহুড়ো করবেন না।'

তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়েই রইলেন।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার যথেষ্ট হয়েছে তো?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, তাড়াহুড়ো করবেন না।' [৬]

এভাবে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন, যতক্ষণ-না আমি সরে এলাম।

এজন্য যখন আমি মানুষদের শেখাচ্ছিলাম তখন ছোটো ছোটো মেয়েদের গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তাদের বলি, 'তোমরা অনুমান করো খেলাধুলায় আগ্রহী অল্পবয়সী একজন মেয়ে কী পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?!' [৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কম বয়সে বিবাহ করেন। আমি তাঁর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার সাথে আমার সমবয়সী কিছু মেয়েও খেলত। নবিজিকে ঢুকতে দেখলে তারা ভয় পেয়ে লুকিয়ে যেত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার ঘরে ঢুকাতেন।[৮]

যেন তিনি তাদের অনুভব করাতেন, 'তোমাদের আনন্দ তোমরা করো।'

একদিন আমার পুতুলগুলো দেখে বললেন, "আয়িশা, এগুলো কী?"

আমি বললাম, 'এগুলো আমার মেয়ে।' সেগুলোর মাঝে পাখাওয়ালা একটা ঘোড়া দেখে তিনি বললেন, "মাঝে যেটা দেখছি ওটা কী?"

আমি বললাম, 'ঘোড়া।'

তিনি বললেন, "ঘোড়ার ওপর ওটা কী?"

আমি বললাম, 'দুই ডানা।'

তিনি বললেন, "ঘোড়ার দুই ডানা?!"

আমি বললাম, 'আপনি কি শোনেননি সুলাইমান ﷺ-এর ডানাওয়ালা ঘোড়া ছিল?'

এটা শুনে তিনি হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল।' [৯]

== ‘মানে আপনি তাঁর সাথে কৈশোরের দিনগুলোও কাটিয়েছেন?’

>> ‘হ্যাঁ। সে সময় তিনি যা যা করতেন সবকিছুই আমি তাঁর থেকে শিখে রাখতাম। খেলতাম। মজা করতাম। শিখতাম। ইবাদাত করতাম। প্রশান্তচিত্তে ও খুশি মনে। আমি যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত তিনি আমাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন, আমার দেখভাল করে গেছেন।’

নাদা মনে মনে বলল, ‘শাদী আমার জিনিসপত্রের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয় না। মা আমাকে এক হাজার দীনারের যেই চুড়িটা দিয়েছিলেন সেটা ভেঙে যাওয়ার পর তাকে বলেছিলাম ঠিক করে দিতে। কয়েক মাস ধরে সেটা তার সামনে টেবিলে পড়ে আছে। যতবার তাকে মনে করিয়ে দিই সে বলে, আজকে না হলে আগামীকাল!’ সে প্রশ্ন করল,

>>> ‘নবি ﷺ কি আপনার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতেন?’

আয়িশা رضي الله عنها-এর উত্তর, ‘আমি একবার তাঁর সাথে এক সফরে বের হলাম। পথে আমার হার হারিয়ে গেল। নবি ﷺ সেখানে অবস্থান নিলেন যাতে আমরা সেটা খুঁজে পাই। তাঁর সাথে তাঁর সাথিরাও অবস্থান নিল। তাদের কাছে পানি ছিল না বা এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে তারা ওজু করবে।

আমার বাবা (আবূ বকর) রেগে-মেগে এলেন। কারণ আমার কারণে সবার দেরি হয়েছিল। তিনি আমার শরীরের পাশে সজোরে খোঁচা দিতে লাগলেন। আমি নড়ছিলাম না কেবল এজন্য যে আল্লাহর রাসূল তখন আমার উরুর ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি জেগে উঠলে তার আরামটা নষ্ট হয়ে যেত।[১]

আমার হার আরেকবারও হারিয়ে যায়। সেই হারের খোঁজে দেরি হওয়াতেই আমার সম্পর্কে অপবাদের ঘটনা রটায় মুনাফিকরা। কিন্তু এই বারবার হার হারানোর ঘটনায় তিনি আমাকে কখনো ধমক পর্যন্ত দেননি।[২]

নাদা মনে মনে বলল, ‘শাদী তো খুব স্বার্থপর। কখনো আমরা দুজনই কর্মক্ষেত্র থেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরি। ঘরে কোনো খাবার থাকে না। তাকে তার কোনো বন্ধু খাবারের অফার দিলে সে বেরিয়ে চলে যায়। আমার খোঁজও নেয় না।’ সে জিজ্ঞাসা

---

[১] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৩৩৪, ৩৬৭২; মুসলিম, ৩৬৭।

[২] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৪১৪১; মুসলিম, ২৭৭০।

করল,

৬>> ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পানাহারের ক্ষেত্রে কখনো আপনার ওপর নিজেকে প্রাধান্য দিতেন?’

আয়িশা رضي الله عنها-এর উত্তর,

“কখনো না! আমাদের এক পার্সিয়ান প্রতিবেশী ছিল। একবার তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাকে দাওয়াত দিতে এলেন। তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, “আর সে?”

প্রতিবেশী বলল, ‘না।’

তিনিও বললেন, “না।”

মানে আমার সাথে যদি আয়িশা না যায় তা হলে আমি যাব না। আবারও সেই প্রতিবেশী দাওয়াত দিল। এবারও তিনি বললেন, “আর সে?”

সে বলল, ‘না।’

তিনিও বললেন, “না।”

পরের বার দাওয়াত দিতে এলে আবার তিনি বললেন, “আর সে?”

এবার প্রতিবেশী বলল, ‘হ্যাঁ।’

তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সেই প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলাম।’ [১০]

== ‘তিনি কেন একা যেতে চাইলেন না?’

>> ‘তিনি জানতেন আমি এই খাবার পছন্দ করি। আমাদের কাছে খাবার সামান্যই ছিল। তাই তিনি আমাকেও শরীক করতে চাইলেন। হয় আমরা দুজনই খাব, নতুবা দুজনই ক্ষুধার্ত থাকব।’

ঘটনাটা নাদার মনে নাড়া দিল। তার কাছে এটা অনেক বড়ো ব্যাপার ছিল।

== ‘আপনাদের কাছে খাবার কম ছিল কেন?’

>> ‘নবি ﷺ-এর কাছে খাবার হাদিয়া আসত। তিনি দরিদ্রদের আর সুফ্ফার

অধিবাসীদের সব দিয়ে দিতেন। তার পর ধৈর্য ধরতেন। আমিও তার সাথে ধৈর্য ধরতাম। কী করে ধৈর্য না ধরে পারি, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি আমাকে ছাড়া খেতে চাইছেন না?!'

== 'এ প্রশ্নটা করার জন্য দুঃখিত! আপনার মতো এমন সুন্দরী বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়ের কি কখনো আল্লাহর রাসূল থেকে দূরে আরও সুখী জীবন কাটানোর সুযোগ আসেনি? ইয়ে মানে কখনো কি আপনি তাঁর থেকে আলাদা হওয়ার কথা ভেবেছিলেন?'

>> তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'একটা ঘটনা বলি। আমি এবং নবিজির অন্যান্য স্ত্রীরা দুনিয়ার বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু চাইতাম। একটু বেশিই চাইতাম। একে অন্যকে ঈর্ষা করতাম। প্রত্যেকে তাঁকে আলাদাভাবে পেতে চাইতাম। এজন্য একে অন্যের বিপক্ষে কৌশল অবলম্বন করতাম। একবার তিনি রেগে আমাদের সাথে এক মাস কথা বলেননি।

তার পর একটা আয়াত নাযিল হলো। সেখানে আমাদেরকে নবি ﷺ-এর সাথে কষ্টের জীবন কাটানো কিংবা দুনিয়ায় সুখের বস্তু লাভের বিনিময়ে তালাক প্রাপ্তির অপশন দেওয়া হলো।

নবি ﷺ আমাকে দিয়ে পরামর্শ শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আয়িশা, আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব রাখছি। এ ব্যাপারে আমি চাই তুমি তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নাও। তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।"

আমি বললাম, 'সেটা কী, আল্লাহর রাসূল?'

তিনি আমার সামনে আল্লাহর বাণী পাঠ করে শোনালেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

"হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, 'তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করো তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা চাও

আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের আবাস, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।"[৩]

নবি ﷺ বলা শেষ করলেন। আমার জবাবের অপেক্ষায় রইলেন, তবে বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ করার পর।

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার ব্যাপারে আমি মা-বাবার সাথে পরামর্শ করব?! বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাসকেই বেছে নেব।'[৪]

কি মিষ্টি সে কথা! নাদার কানে বাজল। সে অনুভব করল যে এটা এমন যুবতীর ভালোবাসা যে তার স্বামীর সাথে একাত্মা হয়ে গেছে। দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়াটা অসম্ভব।

নাদার মনে পড়ল কীভাবে সে শাদীর থেকে ডিভোর্স চেয়েছিল। কিন্তু তখন শাদী তাকে বলেছিল যে তার জন্য যা কিছু কিনেছে তার কিছুই শাদী মাফ করবে না। আর যেগুলো তার নামে লেখেনি, সেগুলো তো দেবেই না।

যেন নাদা কেবল ওই জিনিসগুলোর জন্যই আছে, শাদীর জন্য নয়!

ওদিকে আয়িশাকে নবিজি থেকে পৃথক হয়ে দুনিয়ার চাকচিক্য ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে নির্দ্বিধায় নবিজিকে বেছে নিয়েছিল।

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী যে সময়টা আমার সাথে কাটায়, সেটা কোয়ালিটি টাইম হয় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকে।' সে জিজ্ঞাসা করল,

৭>>> 'আল্লাহর রাসূলের জীবনে তো অনেক দায়িত্ব, বিপুল ব্যস্ততা ছিল। এত কিছুর পরও যখন আপনার সাথে সময় কাটাত, তখন কি আপনি অনুভব করতেন যে তিনি আপনার জন্য তার আবেগ বরাদ্দ রেখেছেন?'

'তিনি যখন আমার সাথে থাকতেন তখন পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করতেন। শরীর-মন উভয়টা উপস্থিত থাকত তার। আমার কাছাকাছি থাকার প্রতিটা মুহূর্ত তিনি কাজে লাগাতেন। তিনি এমন কিছু আমাকে অনুভব করাতেন, যা আমার কাছে খুবই দামি। তাই তো দেখো আমি তার কথা এত বেশি বর্ণনা করি। আমি তার জীবনের প্রান্তে

[৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৮-২৯।

[৪] দেখুন—বুখারি, ২৪৬৮; মুসলিম, ১৪৭৭, ১৪৭৯।

ছিলাম না, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল আমার। আমার মাসিক অসুস্থতা চলাকালে আমারই কোলে মাথা রেখে তিনি কুরআন পড়তেন। [১১]

কুরআন তো তিনি সর্বাবস্থায়ই পড়তে পারেন। কিন্তু আমার থেকে দূরে থাকা অবস্থায় না পড়ে আমার কোলে মাথা রেখে পড়তেন। যাতে আমি আনন্দিত হই, প্রশান্তি অনুভব করি।

এই অসাধারণ চিত্রটা কল্পনা করল নাদা

নাদা কল্পনা করল রাসূল ﷺ মিষ্টি সুরে পড়ছেন। তাঁর মাথা আয়িশা رضي الله عنها-এর কোলে। তিনি চুলে বিলি কাটছেন। আর শুনছেন তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত। ভীষণ আবেগে এক অপরিসীম ভালোবাসা নিয়ে। কী মনোরম ও প্রশান্তিময় এক পরিবেশ!

আয়িশা رضي الله عنها বললেন, 'আমরা গোসলের সময়টাতেও খুব আনন্দ করতাম। এক পাত্র থেকে দুজনে মজা করতে করতে গোসল করতাম। আমি বলতাম, 'আমার জন্য রাখেন! আমার জন্য রাখেন!' তিনিও বলতেন, "আমার জন্য রাখো, আমার জন্য রাখো।" ভালোবাসা, আনন্দ ও যত্নের সাথে কথাগুলো বলতাম।' [১২]

আয়িশা رضي الله عنها মুচকি হেসে আবার বললেন, 'তাঁর সাথে একবার সফর করলাম আমি। তখন আমি ছিলাম ছিপছিপে গড়নের। তিনি সাহাবিদের বললেন, "তোমরা আগে চলে যাও।" তারা চলে গেল। তারপর তিনি বললেন, 'এসো, আমরা প্রতিযোগিতা করি।' তখন দৌড়ে আমি তাঁর ওপর বিজয়ী হলাম।

পরে আমার বয়স বাড়ার সাথে আমার ওজন বেড়ে গেল। প্রথম প্রতিযোগিতার কথা ভুলে গেলাম। এক সফরে তাঁর সাথে বের হলে তিনি সাথিদের বললেন, "তোমরা আগে চলে যাও।" তারা আগে চলে গেল। তিনি বললেন, "আসো, আমরা প্রতিযোগিতা করি।" আমি বললাম, 'এই অবস্থায় কীভাবে আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব?' তিনি বললেন, "তুমি অবশ্যই পারবে, এসো।" এবার প্রতিযোগিতায় তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, "এটা হলো আগেরটার বদলা।" [১৩]

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী ঘরের বাইরের সমস্যাগুলো ঘরে নিয়ে আসে।' সে

জিজ্ঞাসা করল,

৮>> 'কিন্তু নবিজির বিরুদ্ধে কাফির, মুনাফিকদের চক্রান্ত ছাড়াও জীবনের নানামুখী দায়িত্ব কি আপনাদের জীবনের স্থিতিশীলতায় কোনো প্রভাব ফেলত না?'

'না। বরং তিনি যখন আমার ঘরে ঢুকতেন তখন যেন সকল দুশ্চিন্তাকে দরজার বাইরে রেখে আসতেন। তার মাঝে কেবল প্রশান্ত মন, হৃদয়-ভরা ভালোবাসা, স্থিরতা আর উত্তম আচরণই পেতাম।'

== 'মানে এত কিছুর মাঝেও তাঁর সাহচর্যে আপনি নিরাপত্তা খুঁজে পেতেন?'

>> 'হ্যাঁ, অবশ্যই। এর থেকে বড়ো নিরাপত্তা আর কীইবা হতে পারে?'

নাদা মনে মনে বলল, 'ওদিকে শাদী আমার সাথে তার আনন্দও ভাগাভাগি করে নেয় না।' সে জিজ্ঞাসা করল,

৯>>> 'নবিজি কি তাঁর আনন্দ আপনার সাথে ভাগ করে নিতেন?'

'অবশ্যই!'

'একবার তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আনন্দে তার মুখ ঝলমল করছিল। তিনি আমাকে বললেন, "জানো, মুজায্যায এখন যাইদ ইবনু হারিসা আর উসামা ইবনু যাইদের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'এই পাগুলো একটা অন্যটার থেকে'।"[৫]

তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। পায়ের চিহ্ন দেখে বংশ নির্ণয় করে এমন একজন লোক যাইদ আর তার ছেলে উসামার পা দেখেই তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করে দিতে পেরেছে। তাদের চেহারা সে দেখেনি, কারণ তাদের চেহারা ঢাকা ছিল। অথচ উসামার পা দুটো তার মায়ের মতো কালো ছিল। আর যাইদের পা ছিল সাদা।

নাদা মনে মনে বলল, 'আমি যদি কোনো বিষয়ে শাদীর সাথে একটু লম্বা কথা বলি, অমনি সে আমার কথায় বাধ সেধে সংক্ষেপে বলতে বলে। আমাকে বেশি প্রশ্ন করতে দেখে সে বিরক্ত হয়।' সে জিজ্ঞাসা করল,

১০>>> 'আচ্ছা, নবিজি কি আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন?'

[৫] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৬৭৭০; মুসলিম, ১৪৫৯।